জুলাই মাসের দ্বিতীয় পক্ষের কৃষি

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্য করোনামুক্ত সুস্থ জীবনের শুভ কামনা। প্রিয় কৃষক, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এসময় জমি তৈরি, ফসলের পরিচর্যা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষি কাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন। আসুন জেনে নেই জুলাই মাসের দ্বিতীয় পক্ষে কৃষির করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে।

আউশ ধান: আউশ ধানের ক্ষেতে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ ও পোকামাকড় দমন করতে হবে; জোয়ারের পানিতে ডুবে যাবার আশঙ্কা হলে আগাম রোপণ করা আউশ ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলেই কাটতে হবে। যেহেতু এসময়ে বৃষ্টি হয়, এজন্য **রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।**

আমন ধান: এসময় রোপা আমনের জন্য বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময়। পানিতে ডুবে না এমন উঁচু খোলা জমিতে বীজতলা তৈরি করতে হবে। জোয়ারের পানির জন্য উচ্চতা বেশি কিংবা বন্যার কারণে রোপা আমনের বীজতলা করার মতো জায়গা না থাকলে ভাসমান বীজতলা বা দাপগ পদ্ধতিতে বীজতলা করে চারা উৎপাদন করা সম্ভব। বীজতলায় বীজ বপন করার আগে ভাল জাতের সুস্থ সবল বীজ নির্বাচন করতে হবে।রোপা আমন আবাদের জন্য সঠিক জাত নির্বাচন করতে হবে। এঅঞ্চলের উপযোগী জাতগুলোর মধ্যে বিআর ২২, ২৩, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮৭ চাষ করতে পারেন। তাছাড়াও সুগন্ধী অর্থাৎ পোলাও চালের জন্য জাত নির্বাচন করতে পারেন। বীজতলা তৈরিতে জমি উর্বর হলে সাধারণত কোনো রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না, তবে অনুর্বর হলে প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ২ কেজি জৈবসার মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ৮০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বোনার আগে অংকুরিত করে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায়, এতে পাখি বা অন্য কারণে ক্ষতি কম হয়। ভালো চারা পাওয়ার জন্য বীজতলায় নিয়মিত সেচ দেয়া, অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা, আগাছা দমন, সবুজ পাতা ফড়িং ও থ্রিপসের আক্রমণ প্রতিহত করাসহ অন্য কাজগুলো সতর্কতার সাথে করতে হবে। আগাম জাত হলে এখন থেকে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ শুরু করা যায়; **চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।** মূল জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি দস্তা এবং ৬০ কেজি জিপসাম দিতে হবে; জমিতে চারা সারি করে রোপন করতে হবে। এতে পরবর্তী পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমন সহজ হবে। এঅঞ্চলের উপযোগী ব্রি ধান ৭৬, ৭৭ আবাদ করলে স্থানীয় জাত থেকে অধিক ফলন পাওয়া যায়। আর এই জাত দুটির বৈশিষ্ট্য হলো এরা লম্বা ও মাঝারি উঁচু জমিতে চাষ করা যায় যেখানে ১-২ ফুট পর্যন্ত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা প্রতি গুছিতে ২-৩টি করে রোপন করতে হয়। তবে ৫০-৫৫ দিন বয়স হলেও ফলনে তেমন হেরফের হয় না। বিঘা প্রতি ইউরিয়া ২৬ কেজি, টিএসপি ১০ কেজি, এমওপি ১৩ কেজি, জিপসাম ৯ কেজি ও জিংক সালফেট ১ কেজি হারে সার দিতে হয়। শেষ চাষের সময় জমিতে ইউরিয়া বাদে অন্যসব সার প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপনের ১৫ দিন পর প্রথম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি এবং ৪৫-৫০ দিন পর তৃতীয় কিস্তির (কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে) সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার মধ্যবর্তী দিনগুলোতে যখন জোয়ারের পানি নেমে যায় তখন দানাদার ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করা উচিত। রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। **গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারা লাগানোর ১০দিনের মধ্যে প্রতি চার গুছির মাঝে ১.৮ গ্রামের ১টি গুটি ব্যবহার করতে হবে।**

পাট : পাট গাছের বয়স চারমাস হলে ক্ষেতের পাট গাছ কেটে নিতে হবে। **ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি পাট গাছে ফুল আসলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়। পাট পচানোর জন্য আটি বেঁধে পাতা ঝড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে।** পাট গাছ কাটার পর চিকণ ও মোটা পাট গাছ আলাদা করে আঁটি বেঁধে দুই/তিন দিন দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। পাতা ঝরে গেলে ৩/৪দিন পাটগাছগুলোর গোড়া একফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর পরিষ্কার পানিতে জাগ দিতে হবে। পাট পচে গেলে পানিতে আঁটি ভাসিয়ে আঁশ ছাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে পাটের আঁশের গুনাগুন ভালো থাকবে। ছাড়ানো আঁশ পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে বাঁশের আড়ে শুকাতে হবে। যে সমস্ত জায়গায় জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়। **পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়।**

শাকসবজি: বসতবাড়ির আঙিনায় বা আশেপাশে সারাবছর সবজি পাওয়া যায় এমনভাবে পারিবারিক পুষ্টি বাগানে সবজির চাষ করলে পারিপারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্তি উৎপাদিত সবজি বিক্রয় করে আর্থিকভাবে স্বাভলম্বি হওয়া সম্ভব। এজন্য ৫টি বেড করে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করতে হবে। এসময় ডাটা, গীমা কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়স, বেগুন, পটোল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দুল, শসা, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন। আগের তৈরি করা চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন। লতানো সবজির জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাচা তৈরি করে নিতে হবে। সবজি ক্ষেতে পানি জমতে দেয়া যাবে না। পানি জমে গেলে সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে; লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য গাছের বাড়বাড়তি বেশি হলে লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিতে হবে। এতে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। এ সময় কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুনভাবে ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে জমিতে খুঁটি বসিয়ে খুঁটির মাথায় বিষটোপ ফাঁদ দিলে বেশ উপকার হয়। এছাড়া সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করেও এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। সবজিতে ফল ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, বিভিন্ন বিটল পোকা সবুজ পাতা খেয়ে ফেলতে পারে। হাত বাছাই, পোকা ধরার ফাঁদ, ছাই ব্যবহার করে এসব পোকা দমন করা যায়। তাছাড়া আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। মাটির জো অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। সে সাথে পানি নিকাশের ব্যবস্থা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে। **বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স এমনকি পলিথিন ব্যাগে সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।** আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে। মাদা তৈরির সময় গর্তপ্রতি ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম সরিষার খৈল, ২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি ভালভাবে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রতি গাদায় ৩/৪টি ভাল সবল বীজ রোপণ করতে হবে। পতিত বা আধা ছায়াযুক্ত স্থানে অনায়াসে লতিরাজ বা পানি কচু বা অন্যান্য উপযোগী কচুর চাষ করতে পারেন।

গাছপালা: এসময় ফলদ, **বনজ এবং ঔষধি** বৃক্ষের চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়। বসতবাড়ির আশেপাশে, খোলা জায়গায়, পতিত জমিতে, রাস্তাঘাটের পাশে, পুকুর পাড়ে, নদীর তীরে গাছের চারা বা কলম রোপণের উদ্যোগ নিতে হবে; সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার/এগ্রোসার্ভিস সেন্টার/ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বা বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে ভালো জাতের চারা বা কলম সংগ্রহ করতে হবে। তবে কাজু বাদাম ও লটকন সম্ভাবনাময় ফল, তাই এই দুটি গাছ রোপন করলে লাভবান হওয়া সম্ভব। চারা বা কলম রোপনের জন্য জায়গা নির্বাচন, গর্ত তৈরি ও গর্ত প্রস্তুতি, সারের প্রাথমিক প্রয়োগ, চারা নির্বাচন এ কাজগুলো করে ফেলতে হবে। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর গর্ত করে গর্তের মাটির সাথে ১০০ গ্রাম করে টিএসপি ও এমওপি সার মিশিয়ে, দিন দশের পরে চারা বা কলম লাগাতে হবে। **সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে খাঁড়া বা বেড়া দিতে হবে।**

কৃষির যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার এলাকায় নিয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়াও কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বর বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে যেকোন মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে জেনে নিতে পারেন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

মোঃ মনিরুল ইসলাম
জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি